Keywords:
দৃঢ়তা
Perseverance
Prayer
Effort

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

5 July 2024 / 28 Zulhijjah 1445H

আমার রাসুল (সঃ) আমার অনুপ্রেরণা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

হে বিশ্বাসীগণ,

আসুন, আমরা সকলে মহান আল্লহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকি এবং একজন মুসলমান মানুষ ব্যতীত আর কোন পরিচয়ে যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত না হয়। আমরা যেন আমাদের অন্তরে ধীরে ধীরে আমাদের সাধ্যমত আমাদের নবী রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে অনুকরণ করার প্রতিজ্ঞা প্রবেশ করাতে পারি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেন তাঁকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা আমাদের জন্য সহজ করে দেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকে হিজরী সাল ১৪৪৫ এর শেষ শুক্রবার। আগামীকাল আমরা নতুন হিজরী বছরে পদার্পন করব। আর তাই আগামী একমাস আমরা নবীজী (সঃ) এর হিজরতের ঘটনা থেকে ভবিষ্যদ্বানীস্বরূপ কিছু

পথনির্দেশনা পেয়েছি। আমরা তারই আলোকে এখানে আলোচনা করব।

আজকের খুতবায় আমরা নবী করিম (সঃ) এর দাকোয়ার একটি গল্প নিয়ে আলোচনা করব যেই ঘটনাটি তিনি মদীনাতে হিজরত করতে যাওয়ার আগে ঘটেছিল। এই ঘটনাটি আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষামূলক হতে পারে।

সম্মানিত সুধী,

আমাদের নবী করিম (সঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বানী সকলের নিকট পৌঁছনোর কাজে সর্বদা যথেষ্ট ধৈর্য ও সহিষনুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কাজে কোন বাধা আসলে তিনি কোন সময় ধৈর্য হারাতেন না বা নিজের পরিস্থিতিকে দায়ী করে হাল ছেড়ে দিতেন না। বরং, সেই বাধাকে কি করে অতিক্রম করা যায় সে ব্যাপারে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পূর্বপরিকল্পনাসহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

সদ্য আপন চাচা এবং স্ত্রীর মৃত্যুশোক থেকে উঠে, নবী করিম (সঃ) তায়েফ শহরে তাঁর দাকওয়ার হাত প্রসারিত করতে গিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি হতাশার মুখোমুখি হলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল হলো খুবই নেতিবাচক। সেখানে সবাই তাঁকে নিয়ে করল ঠাট্টা মসকরা, তাঁর দিকে লোকে ঢিল ছুঁড়ে দিল, এবং শেষে তাঁকে সেই শহর থেকে বহিষ্কার করে দিল।

আজ যদি আমরা আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জায়গায় থাকতাম, আপনাদের কি মনে হয়, আমরা কিভাবে এর জবাব দিতাম? আমরা কি আবার উঠে ধর্মপ্রচারের এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতাম? এইটাই আজকের খুতবার মূল আলোচ্য বিষয়।

নবী করিম (সঃ)এর সঙ্গে যাঁরা এমন করেছিলেন তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য এমনকি ফেরেশতারাও প্রস্তুত ছিলেন যদি রাসুলুল্লাহ (সঃ) একবার ফেরেশতাদেরকে বলতেন। কিন্তু নবী করিম (সঃ) ছিলেন শান্ত এবং তায়েফের ভবিষ্যত প্রজন্মের সন্তানেরা যেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়, সে-ই ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট প্রার্থনারত। এই ঘটনাটি ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে

এভাবে উল্লেখ আছে;

“পাহাড়ের ওপার থেকে ফেরেশতাগণ আমাকে বললেন, হে মোহাম্মদ, যদি তুমি বল তবে আমি তাদের ওপর এই দুই পাহাড় ফেলে দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারি। রাসুলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেন, “না, বরং আমি আশা করছি, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন আসবে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার ইবাদত করবে এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার সংগে আর কাউকে অংশীদার করবে না।“

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

এই ঘটনা থেকে আমরা দুইটি শিক্ষা লাভ করতে পারি,

প্রথমতঃ বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। যে কোন বাধা অতিক্রম এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য এবং আত্ম-বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের সহজেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না কিম্বা পরিস্থিতিকে দায়ী করলে চলবে না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা সুরা হিজরার ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾

অর্থঃ তিনি বললেনঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয় ?

দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার নিকট ইবাদত করা এবং একটি ভাল সমাধানের জন্য পথ দেখানোর দোয়া করা। যে কোন রকমের বাধা-বিপত্তি এবং চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে আরোও চেষ্টা করার এবং ইবাদতে নত হওয়ার শিক্ষা দেয়। অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার নিকট ইবাদতে নত হওয়াটা সর্বোত্তম পন্থা।

আমরা হয়তো শুনে থাকব অনেকে এরকম বলে যে, শুধুমাত্র নামাজ সমস্যার সমাধান দেয় না। “

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কি আমাদেরকে এমন নির্দেশ দেন নাই যে তোমাদের সবরকম প্রচেষ্টা তোমরা করবে কিন্তু তারপরেও ইবাদত তোমাদেরকে করতেই হবে? মনে রাখবেন ইবাদত করাটা কোন দূর্বলতার চিহ্ন নয়।

বরং, ইবাদত করাটা উত্তম এবং সম্ভবতঃ অনেক সময় কৌশলগতভাবে উপকারী। এটা আমরা নবী করিম (সঃ) এর জীবনের প্রথম দিকের গল্প থেকে জানতে পারি। অবশ্যই নামাজ পড়াটা মহান আল্লহ সুবহানাহু তা'আলার পছন্দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং প্রত্যাশা।

সম্মানিত সুধী,

নামাজের সময়ে অন্তরে সর্বদা কল্যাণ বা মঙ্গলকামনা ধারণ করবেন। মানুষের প্রতি রাগ বা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্তরে কখনো কারো ধ্বংস বা ক্ষতি কামনা করার মত নেতিবাচক কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। চেষ্টা করবেন নবী করিম (সঃ) এর মত চরিত্রের অধিকারী হতে যিনি অত্যন্ত মন্দ ব্যবহারের জবাবে দয়ালু আচরণ করতেন। ইমাম তিরমিধী ও ইমাম আহমেদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে একদিন আবু আব্দুল্লাহ আল জাদালী বলেছিলেন, " আমি একদিন বিবি আয়েশা (রাঃ) কে নবী করিম (সঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, "তাঁর কোন মন্দ স্বভাব ছিল না, তিনি কখনো নোংরা ভাষায় কথা বলতেন না, এছাড়া, বাজারে বা ঘরের বাইরে অন্য কোথাও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। কারো মন্দ স্বভাবের জবাবে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং তিনি মানুষকে ক্ষমা করতেন এবং কেউ ভুল কিছু করলে তিনি তা ভুলে যেতেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া শুকুর, আমরা যে এই ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছি এবং এই পুরো বছরে যে জীবন পেলাম তার জন্য পরম করুণাময়ের নিকট কৃতজ্ঞ। ইয়া রাহীম, আপনি আপনার করুণা ও ভালবাসা দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। ইয়া হাফীজু, ইয়া মুকিত, আমাদের প্রতি আপনার আস্থা পরিপূর্ণ করতে আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদেরকে আপনার বান্দা করুন, ইয়া সালাম, ইয়া মুনিম, আপনার সেইসব বান্দাদের সাহায্য করুন যারা মূর্খ লোকেদের দ্বারা অত্যাচারিত, ইয়া গাফির ওয়া ইয়া গাফুর, আমরা আপনার

সেইসব বান্দা যারা প্রচুর পাপ করতে থাকি কিন্তু আপনার ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে আমরা হতাশ নই, আমাদের পাপের কারণে আপনার নিকট আমাদের এইসব মিনতি আপনি অগ্রাহ্য করবেন না, ইয়া আকরাল আকরামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.